দৈনিক ইনকিলাব

0 4 JUN 1987
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

২০শে জৈষ্ঠ ১৩৯৪

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন

২০০০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের মানুষকে অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন করা হবে—এই হলো সরকারী ঘোষণা। বর্তমানে শতকরা ২৬ জন সর্বসাকুল্যে শিক্ষিতের তালিকায় পড়ে। আরো ৭৪ জনকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করতে চাইলে প্রয়োজন ব্যাপক শিক্ষা আন্দোলন কর্মসূচী। অথচ আমাদের দেশে প্রচলিত যে শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে তা কোন দিনও নিরক্ষরতার হার কমাতে পারবে না। বরং মানুষ বাড়ার সাথে সাথে অশিক্ষিতের হারও বাড়বে।

উন্নত বিশ্বের দিকে কিংবা তৃতীয় বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশের দিকে তাকালে দেখা যাবে সেখানে দরিদ্রদের জন্য শিক্ষার সুযোগকে সহজলভ্য করা হয়েছে। এমনকি প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষাঙ্গনের উচ্চ স্তর পর্যন্ত দরিদ্ররা যাতে বিনামূল্যে অধ্যয়ন করতে পারে সে ব্যবস্থাও উক্ত দেশগুলো করে থাকে। ফলে দেখা যায়, চীন কিংবা জাপানের মত দেশগুলোতে স্বল্প সময়েই ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং হয়ে থাকে।

অন্যদিকে আমাদের দেশে বিদ্যার্জন যেন ধনীদের জন্যই দরিদ্রদের জন্য এখানে লেখাপড়ার সুযোগ নেই বললেই চলে। মাত্র ৫/৬ বছর যাবত প্রাথমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে বই-পত্র বিতরণ শুরু হয়েছে। এটুকুতেই শেষ নয়। সামগ্রিক জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তুলতে চাইলে প্রয়োজন আরো বৃহত্তর পরিকল্পনা। এ ব্যাপারে আমার কতিপয় সুপারিশঃ

(১) বছরের শুরুতেই প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে খাতা, কলম ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র দিতে হবে বিনামূল্যে।

(২) প্রাথমিক পর্যায়ের সকল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণ করতে হবে।

(৩) কিন্ডার গার্টেন শিক্ষার নামে ব্যবসা বন্ধ করতে হবে।

(৪) ন্যূনতম পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সবাইকে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দিতে হবে। আশা করি এর ফলে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অবসান ঘটবে।

—আকমল হোসেন খোকন

শিক্ষার পরিবেশ

মানব জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে শিক্ষার সত্যিকার অর্থ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করি। সাধারণ অর্থে শিক্ষা বলতে অক্ষর জ্ঞান লাভ বুঝায়। শিক্ষার প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। শিক্ষা বলতে শুধু স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বা ডিগ্রী লাভ বুঝায় না। শিক্ষার অর্থ হচ্ছে জ্ঞান লাভ করা যে কোন বিষয়ে। শিক্ষার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান বা চেতনাই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী হতে উচ্চাসন দিয়েছে। শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিভংগীকে প্রসারিত করে তাকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলে। শিক্ষা ছাড়া কোন মানুষই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারে না। অশিক্ষিত মানুষের জীবনে নানা প্রকার অজ্ঞতা ও কুসংস্কার বাসা বেঁধে তার উন্নতির সকল পথ রুদ্ধ করে দেয়।

পরীক্ষায় দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে পাস করা ও সনদ লাভ যারা করে তারা তো শুরুতেই দুর্নীতি শিখে। মফস্বলের পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দেয়ার ভিতের কারণ ওপেন সিক্রেট। অভিভাবকরা প্রথম এ জন্যে দায়ী। তারপর কিছু সংখ্যক শিক্ষকমণ্ডলী যারা শুনা যায় অর্থের বিনিময়ে এই সব অপকাণ্ড করে থাকেন। অনেক প্রাইভেট 'টিউটর' সুনাম অর্জন করার জন্যও এ পথ বেছে নেন। এ অবস্থার পরিবর্তন একান্তভাবে জরুরী হয়ে পড়েছে। আর যতদিন তা সম্ভব হবে না—ততদিন শিক্ষাঙ্গন তথা শিক্ষার পরিবেশ সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে না।

—এম, এ, শহীদ